

# ওরা কাজ করে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অন্তিম পর্বে রচিত 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম 'ওরা কাজ করে' কবিতায় কবি এক নতুন সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। অসীম মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেছিলেন রাজ শক্তির অনিবার্য পরিণাম। একদা ভারতবর্ষের সিংহাসনে এসেছিল সাম্রাজ্যলোভী পাঠান ও মোগল। প্রবল প্রতাপে তারা ভারতবর্ষকে শাসন করেছিল। তাদের বিজয় রথের চাকায় ওড়া ধূসর ধুলো আকাশের সূর্যকে ম্লান করেছিল। সেই প্রতাপশালী শাসক – সেই শাসনব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সীমাহীন শূন্যে কবি দৃষ্টি রেখে কবি তার কোন চিহ্ন আজ দেখতে পান না। অথচ দূর-দিগন্তের প্রান্তসীমায় প্রতিদিন সূর্য ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায় – সেই সত্য চিরকালীন।

পরবর্তী কালে পাঠান মোগলের মতই এদেশে আধিপত্য বিস্তার করেছে ইংরেজ। এখানকার বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কে দখল করেছে সে। বণিক ইংরেজের মানদণ্ড দেখা দিয়েছে রাজদণ্ড রূপে। প্রবল প্রতাপে সে ভারতবর্ষকে পদানত করেছে। কবির বিশ্বাস – পাঠান-মোগলের মতই ইংরেজদের এই নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসন-যন্ত্রনার ইতিহাসে একদিন অবসান হবে। পৃথিবীর আকাশে জ্যোতিষ্ক-লোকে কিংবা মানুষের হৃদয়-আকাশে সেই শাসন-স্মৃতি চিরকাল স্থায়ী হতে পারবে না।

মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অসারতা উপলব্ধি করেছেন। তারপর তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন মাটির পৃথিবীর দিকে। তিনি দেখেছেন বিপুল জনতা শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষের দল যুগে-যুগে এগিয়ে চলেছে। এই পথ চলার কোন বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই। এদের পরিশ্রমের দানে আমাদের সমাজ ও সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে। এদের নিরন্তর কর্মপ্রবাহে বেঁচে রয়েছে মানব সভ্যতা। কবি এই জীবনের সত্য মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হলে সভ্যতার

অগ্রগতির রথ থেমে যেত। আমাদের এই জীবন হত ব্যর্থ। তাদের জীবনের এই সত্য কবি তুলে ধরেছেন –

“ওরা চিরকাল

টানে দাঁড় , ধরে থাকে হাল।”

পৃথিবীর নগরে প্রান্তরে ওরা যুগ-যুগ ধরে কাজ করে। সমাজের যে ভাঙা গড়ার খেলা চলছে তার সঙ্গে এই শ্রমজীবী মানুষের জীবন যুক্ত হয়ে আছে। কর্মই যে ধর্ম সেই মহামন্ত্রে মেহনতি মানুষের জীবন উজ্জ্বল হয়ে আছে।

“দুঃখ সুখ দিবসরজনী

মন্দির করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।”

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পাঞ্জাব গুজরাটের গ্রামে নগরে বন্দরে তাদের কর্মব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। যুগে-যুগে সাম্রাজ্যের ভাঙা গড়া চলে, রাজা যায়, রাজা আসে, কিন্তু এদের কর্মপ্রবাহে কোন বিরাম নেই বিচ্ছেদ নেই। তাদের কর্মমুখরতায় সজীব হয়ে থাকে পৃথিবী – আমাদের সভ্যতা হয়ে সমৃদ্ধ।